দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৭।১।৮০ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৭ ...

শুধু চৌত্রিশ জন লেকচারারের অভাবে

স্বাধীনতার পর দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার লক্ষ্যে ১৯৭২-৭৩ সালে কারিগরি শিক্ষা পরিদফতরের উদ্যোগে সরকার কর্তৃক একটি স্কীম অনুমোদিত হয় এবং এ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রচুর পরিমাণ বাংলা টাইপ মেশিন এবং প্রয়োজনীয় বই ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়।

তদুপরি পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং ছাত্রদের চাপ তথা দেশের চাহিদা বিবেচনা করে ঢাকা গবঃ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটসহ ১০টি পলিটেকনিকের বাণিজ্যিক বিভাগে বাংলা সংকেতলিপি ও মুদ্রাক্ষর লিখন কোর্স চালু করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত স্কীম অনুযায়ী যে ৩৪টি লেকচারের পদ সৃষ্টির কথা ছিল তা সৃষ্টি না করার ফলে সমগ্র স্কীমটিই কার্যত বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। শিক্ষকের অভাবে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমান বছরে বাংলা সেক্রেটারিয়েল [illegible] ছাত্র ভর্তি করা [illegible] থেকে হয়তো [illegible] নেই এ প্রোগ্রাম [illegible] সম্ভব হবে না।

কর্তৃপক্ষের কাছে [illegible] প্রশ্ন এই যদি দাঁড়ায় এরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি স্কীমের অবস্থা তবে কেন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এ স্কীমের জন্য বাংলা টাইপ মেশিন এবং বই ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হল স্কীম অনুযায়ী ৩৪টি শিক্ষক পদ সৃষ্টি করলেই যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার এই স্কীমটি কার্যকরী করা সম্ভব হয় সেখানে এই শিক্ষক পদ সৃষ্টির ব্যাপারে কেন তাঁদের এতো গড়িমসি এবং ঔদাসীন্য? তাঁদের এই গড়িমসি ও ঔদাসীন্যের ফলে অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনে যে বিঘ্ন এবং বিলম্ব ঘটছে তার জন্য তাঁরাই কি দায়ী হবেন না?

সে যাই হোক আমরা আশা করবো কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এ ব্যাপারে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

মোঃ আবদুল হাকিম খান,
সহ-অধ্যাপক,
ঢাকা সরকারী বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়
৭ মসজিদ রোড মোহাম্মদপুর,
ঢাকা-৭।